পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ

দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এতদ্দ্বারা জানানো যায় যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদের পরিচালনাধীন ফেরীঘাটগুলি বাংলা সন ১৪৩২ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ঐ সালের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত নীলাম ডাকের মাধ্যমে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

খেয়া ঘাটগুলির নাম, নীলাম ডাকের তারিখ, জামানত জমার পরিমান এবং অন্যান্য তথ্য নীচের ছকে দেওয়া হল।

নীলামের সময় – বেলা ১১ টায়, নীলামের স্থানঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।

খেয়াঘাটের নাম	পঞ্চায়েত সমিতির নাম	ডাকের পূর্বে যে পরিমান অর্থ জমা দিতে হবে	সরকারী ডাকের পরিমান	নীলামের তারিখ
মনিদহ	মেদিনীপুর	২৭০১০০	২৭০১০০০	০৭.০৪.২০২৫
মাগুরিয়া	দাসপুর- ২	২৪০০	২৩৫০০	০৭.০৪.২০২৫

নীলাম ডাকের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপঃ-

১. পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ পরিচালনাধীন সংশ্লিষ্ট তালিকায় ফেরীঘাট এবং বাং ১৪৩২ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ঐ সালের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত এক (০১) বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ঘাটের জন্য সবোর্চ্য ডাক তাহা সেই ঘাটের ঐ সময়ের জন্য খাজনা হিসাবে ধার্য হইবে।

২. বাং ১৪৩২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে ঐ সালের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য নীলামডাক এবং ঐ ডাক সবোর্চ্যবিধায় গৃহীত হইলে উক্ত সবোর্চ্য ডাককারীকে ডাকের সমূহ অর্থ তৎক্ষনাৎ অত্র পরিষদে জমা দিতে হইবে।

৩. প্রথম সর্বোচ্চ ডাককারী যদি তাঁর ডাকের সমূহ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিতে না পারেন তবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ডাককারীকে তাঁর ডাকের সমূহ অর্থ মিটিয়ে ইজারা পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে। যদি তিনি তাঁর ডাকের সমূহ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিতে না পারেন অনুরূপভাবে ৩য় সবোর্চ্য ডাককারীকে সুযোগ দেওয়া হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় ডাক চলতে থাকিবে। যদি পাশাপাশি ডাকের মধ্যে খুব বেশী টাকার পার্থক্য থাকে সেক্ষেত্রে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ডাক বাতিল বলে ঘোষনা করতে পারবেন। সবোর্চ্য ডাকের অর্থ তৎক্ষনাৎ জমা না দিলে জমা দেওয়া তাঁর জামানত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে এবং দ্বিতীয় ডাককারীকে পর্যায়ক্রমে অনুরূপ প্রদান করা হবে। জামানত বাজেয়াপ্ত এর ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযুক্ত হবে। অনেক সময়ে নগদে সমস্ত টাকা এককালীন দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাকে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ বেশী পরিমান টাকা দূর থেকে নগদে বহন করার অসুবিধা কারণ দেখিয়ে সবোর্চ্য ডাকের টাকায় কিছু অংশ পরবর্তীকালে পরিশোধ করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। বিশেষভাবে তাদেঁর জন্য জিলা পরিষদের বক্তব্য যে, মনে করলে সরকারী ডাকের অর্থ তাঁরা ব্যাংক ড্রাফট (ষ্টেট ব্যাংক অব্ ইন্ডিয়া, মেদিনীপুর শাখার উপর, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ এর অনুকূলে প্রস্তুত করে) এর মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু সবোর্চ্য ডাকের অর্থ তাৎক্ষনিকভাবে মেটানোর ক্ষেত্রে কোন ওজর আপত্তি শোনা যাবে না।

৪. ডাক চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য টাকা দর্শানোর জন্য বলতে পারবেন এবং ডাককারী তা দর্শাতে বাধ্য থাকবেন। যদি টাকা না দর্শাতে পারেন তাহলে তাঁকে পরবর্তী রাউন্ড থেকে ডাকের শেষ রাউন্ড পর্যন্ত আর ডাক দিতে দেওয়া যাইবে না।

৫. কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যেকোন ডাক গ্রহণ বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকিবে। জিলা পরিষদের সিদ্ধান্ত- ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬. যে সকল ডাককারী ঘাট ডাক করিয়া পরে ঘাট লইতে অস্বীকার করিবেন বা পুরো টাকা দিতে না পারিবেন, তাহাদের অগ্রিম জমা টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাঁরা তাঁদের ডাকের সমপরিমান অর্থ ঐ সময়কালীন খাজনার টাকার দায়ী হইবেন। প্রতারনার জন্য দন্ডবিধি আইনানুসারে দন্ডনীয় হইবেন। ঘাট নীলাম হইলে তাহাতে জিলা পরিষদের যে ক্ষতি হইবে তারজন্য তাঁরা দায়ী হইবেন।

৭. যদি কোন ডাককারী নিজ নাম গোপন করিয়া কাল্পনিক নামে ডাকে অংশ নেন অথবা নোটীশে বা এগ্রিমেন্টের শর্ত অথবা কর্তৃপক্ষের ও পরিষদের আদেশাদি পালন না করেন অথবা অন্যকোন প্রকারে পরিষদকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া প্রমানিত হয় তবে আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গন্য হবে।

৮. যিনি ইজারাদার নিযুক্ত হইবেন তিনি পরিষদের নির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করিয়া দিবেন অন্যথায় ঘাটের দখলি পরোয়ানা দেওয়া যাইবে না। এবং যিনি এই পরোয়ানা না লইয়া দখল করিবেন তিনি অনাধিকার প্রবেশের জন্য দন্ডনীয় হইবেন।

৯. ফেরীঘাট সমূহের নীলাম ডাক পরিষদের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর দখল দেওয়া হইবে। যদি কোন ফেরীঘাট এর নীলাম ডাক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পায় তাহা হইলে পুনরায় নীলাম ডাক হইবে ও নীলাম ডাকের আইন মোতাবেক কার্যকর হইবে। ফেরীঘাটের ইজারা বিলি পরিষদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে।

১০. পূর্বতন ইজারাদারের টাকা বাকী থাকিলে তিনি ডাকে অংশগ্রহণ করতে পরিবেন না।

১১. ফেরীঘাট পারাপার করিবার জন্য নৌকা সরবরাহ, মেরামত, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, দাঁড়ি, মাঝি প্রভৃতি রাখিবার ব্যয় ও দায়িত্ব ইজারাদারকে নিজ হইতে বহন করিতে হইবে।

১২. ইজারাদারকে ফেরীঘাটের আইন ও আইনের সমস্ত নিয়মগুলি বর্তমানে যাহা আছে এবং ভবিষ্যতের যাহা হইবে তাহা পালন করিয়া ঘাটের কাজ চালাইতে হইবে।

১৩. মাশুলের হার শর্তাবলী ও বিস্তৃত নিয়মকানুন জিলা পরিষদ অফিসে জানিতে পারা যাইবে।

১৪. যাহারা সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাটের ১৪৩২ সালের সবোর্চ্য ডাককারী হিসাবে গন্য হবেন তাহারা উক্ত ফেরীঘাটের দখল ১৪৩২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ইজারাদার হিসাবে নিযুক্ত হবেন। পূর্বতন ইজারাদার ১৪৩২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে নতুন ইজারাদারকে দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।

১৫. ২০০৯ সালের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সংশোধনী উপবিধি অনুযায়ী খেয়া মাশুল আদায় হইবে এবং খেয়া ঘাটের ইজারাদের নৌযানের রেজিষ্ট্রিকরণ এবং নবীকরণ ফি জমা দিয়ে নথীভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক।

১৬. যিনি ডাকে অংশ গ্রহন করবেন তিনি নিজের পরিচয়ের জন্য যে কোন একটি ছবিসহ পরিচয় পত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন (ফটো কপি)।

সচিব
পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ

স্মারক নং – 41/(4)30BS/15
তারিখ – 28.03.2025

প্রতিলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল –

১. সভাধিপতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।
২. জেলা শাসক, পশ্চিম মেদিনীপুর।
৩. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।
৪. মহকুমা শাসক, মেদিনীপুর/ঘাটাল।
৫. কর্মাধ্যক্ষ, (সকল) স্থায়ী সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।
৬. অতিরিক্ত উপসচিব, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।
৭. আর্থিক নিয়ামক ও মুখ্য গণন আধিকারিক, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।
৮. গাণনিক, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।
৯. নির্বাহী বাস্তুকার, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।
১০. জেলা বাস্তুকার, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।
১১. সহ বাস্তুকার, মেদিনীপুর/ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ।
১২. জেলা তথ্য সাংস্কৃতিক আধিকারিক, পশ্চিম মেদিনীপুর।
১৩. DIO, NIC, পশ্চিম মেদিনীপুর। আপনাকে ফেরীঘাটের নীলামের নোটীশ জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে upload করার জন্য অনুরোধ জানাই।
১৪. ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, কোতয়ালী থানা, মেদিনীপুর। আপনাকে উক্ত দিনগুলি পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১৫. সভাপতি / নির্বাহী আধিকারিক, ____________________ পঞ্চায়েত সমিতি মহাশয়ের অবগতি এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধানদের বহুল প্রচারের নিমিত্ত তথা তাঁর নোটীশবোর্ডে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হল।
১৬. ভারপ্রাপ্ত অফিসার, কোতয়ালী থানা, মেদিনীপুর, আপনাকে উক্ত দিনগুলিতে পুলিশ ষ্টাফ মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১৭. প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত।
১৮. শ্রী সঞ্জীব চৌধুরী, DIA,পশ্চিম মেদিনীপুর। আপনাকে ফেরীঘাটের নীলামের নোটীশ জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে upload করা এবং ২১টি পঞ্চায়েত সমিতিতে e-mail করার জন্য অনুরোধ জানাই।
১৯. ক্যাশিয়ার, পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ।

সচিব
পশ্চিম মেদিনীপুর জিলা পরিষদ